

💵 যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৬ ১/ বিবিধ

আরবী

تنكبوا الغبار فإنه منه تكون النسمة لا أعلم له أصلا

أورده ابن الأثير في مادة نسم من " النهاية " وذكر أنه حديث! ولا أعرف له أصلا مرفوعا وقد روى ابن سعد في " الطبقات الكبرى " (8 / 2 / 198) فقال: وقال عبد الله بن صالح المصري عن حرملة بن عمران عمن حدثهم عن ابن سندر مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقبل عمرو بن العاص وابن سندر معهم، فكان ابن سندر ونفر معه يسيرون بين يدي عمرو بن العاص فأثاروا الغبار، فجعل عمرو طرف عمامته على أنفه ثم قال: اتقوا الغبار فإنه أو شك شيء دخولا، وأبعده خروجا، وإذا وقع على الرئة صار نسمة

وهذا مع كونه موقوفا لا يصبح من قبل سنده لأمور: الأول: أن ابن سعد علقه، فلم يذكر الواسطة بينه وبين عبد الله بن صالح

الثاني: أن ابن صالح فيه ضعف وإن روى له البخاري فقد قال ابن حبان: كان في نفسه صدوقا، إنما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له، فسمعت ابن خزيمة يقول: كان بينه وبينه عداوة، كان يضع الحديث على شيخ ابن صالح، ويكتبه بخط يشبه خط عبد الله، ويرميه في داره بين كتبه، فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به الثالث: أن الواسطة بين حرملة وابن سندر لم تسم فهي مجهولة



৬। ধূলিকণা হতে তোমরা বেঁচে চল, কারণ ধূলিকণা হতেই জীবাণু সৃষ্টি হয়।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নাই।

ইবনুল আসীর "نسي" মাদায় " আননেহায়া" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন যে, এটি হাদীস! কিন্তু মারফু হিসাবে এটির কোন ভিত্তি সম্পর্কে জানি না।

তবে আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে মওকুফ হিসাবে ইবনু সাদ "তাবাকাতুল কুবরা" গ্রন্থে (৮/২/১৯৮) বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেনঃ আবুল্লাহ ইবনু সালেহ্ মিসরী বলেছেন...।

তা সত্ত্বেও কয়েকটি কারণে সনদের দিক থেকে হাদীসটি সহীহ নয়ঃ

১। ইবনু সা'দ মাধ্যম হিসাবে তার শাইখের নাম উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ মুয়াল্লাক হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

২। এছাড়া সনদে উল্লেখিত আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ্-এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, যদিও বুখারী তার থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেনঃ

মুনকারের প্রবেশ ঘটেছে। তিনি বলেনঃ আমি ইবনু খুযায়মাকে বলতে শুনেছিঃ প্রতিবেশীর সাথে তার শক্রতা ছিল। এ কারণে প্রতিবেশী ইবনু সালেহের শাইখের উদ্ধৃতিতে নিজের হাতে লিখে হাদীস জাল করত এবং (আব্দুল্লাহর হাতের লিখার সাথে তার হাতের লিখার মিল ছিল) সে হাদীসকে আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহের বাড়ীতে তার গ্রন্থগুলোর উপর ফেলে দিত। ফলে আব্দুল্লাহ্ তার লিখাকে নিজের হাতের লিখা মনে করতেন এবং তিনি তাকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করতেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🧕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন